রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

২০২০ সনের ৪৩ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ২২, ২০২০

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৬১৯—৬২৬
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৭৫১—৭৭০
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৭৬৩—৭৯০
৭ম	খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	১৫—১৬
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

শৃঙ্খলা-১(১) অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০৫ শ্রাবণ ১৪২৭/২০ জুলাই ২০২০

নং ০৫.১৮০.২৭.০২.০০.০০৪.২০১৯-১৩২—জনাব মোঃ মনির হোসেন (পরিচিতি নম্বর-৪৮৯৯), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব), ০৭-০৯-২০১৬ তারিখ হতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত আছেন। তাঁর বিরুদ্ধে পটুয়াখালীতে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক হিসেবে তাঁর কর্মকালের তিনটি অভিযোগ পাওয়া যায়। প্রথম অভিযোগে জনাব আবদুস সাত্তার সিকদার, সাবেক অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, রেকর্ড রুম শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পটুয়াখালী জানান যে, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ মনির হোসেন তার নামে অগ্রণী ব্যাংক, নতুন বাজার, পটুয়াখালী শাখা হতে ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা ঋণ গ্রহণ করে ঋণের টাকা পরিশোধ না করায় ব্যাংক সুদসহ ২,৫১,১৩৬ (দুই লক্ষ একান্ন হাজার একশত ছত্রিশ) টাকা অপরিশোধিত আছে। তিনি ব্যাংক ঋণ হতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। দ্বিতীয় অভিযোগে জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন মৃধা, সাবেক অফিস সহায়ক, পটুয়াখালী সার্কিট হাউজ-এর স্ত্রী আলেয়া বেগম জানান যে, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ মনির হোসেন তার স্বামীর নামে অগ্রণী ব্যাংক, নতুন বাজার, পটুয়াখালী শাখা হতে ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা ঋণ গ্রহণ করে পরিশোধ না করায় তার স্বামীর অসুস্থ হলে, চিকিৎসা বাবদ ৭,২৫,০০০ (সাত লক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকা ব্যয় হয়, ব্যাংক ঋণ পরিশোধ ও চিকিৎসা ব্যয়সহ সর্বমোট ৮,৬০,০০০ (আট লক্ষ ষাট হাজার) টাকা ব্যয় হয়। তিনি উক্ত টাকা প্রাপ্তির জন্য আবেদন করেন। তৃতীয় অভিযোগে জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম জানান যে, পটুয়াখালী তাকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে তহসিলদার পদে চাকুরি দেওয়ার কথা বলে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ মনির হোসেন ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা গ্রহণ করেন। কিন্তু চাকুরি না দেয়ায় এবং গৃহীত টাকাও ফেরত না দেয়ায় গ্রাম থেকে সুদে গৃহীত টাকা সুদসহ সর্বমোট ৪,৫০,০০০ (চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা তাকে পরিশোধ করতে হয়।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

অভিযোগকারী উক্ত টাকা জনাব মোঃ মনির হোসেন থেকে আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে আবেদন করেছেন। অপরদিকে শাহাজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, সাত মসজিদ রোড শাখা, ঢাকা-এর একটি পত্র হতে জানা যায়, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ মনির হোসেন উক্ত ব্যাংক হতে ৫০ (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা ঋণ নিয়ে ৩৬,৬৯,০০০ (ছত্রিশ লক্ষ উনসত্তর হাজার) টাকা পরিশোধ করেননি। উক্ত অভিযোগসমূহের প্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে ০৫.১৮০.২৭.০২.০০.০০৪. ২০১৯ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

২। যেহেতু, জনাব মোঃ মনির হোসেন এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে ০৯-০৬-২০১৯ তারিখের ০৫.১৮০.২৭.০২.০০.০০৪. ২০১৯-৩৫৫ নম্বর স্মারকে কারণ দর্শাতে বলা হলে তিনি ২৪-১০-২০১৯ তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে ০৪-১২-২০১৯ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য বিবেচনায় অভিযোগটি তদন্ত করার জন্য জনাব মোঃ মজিবর রহমান (পরিচিতি নম্বর-৫৬১৯), অতিরিক্ত সচিব (উদ্বৃত্ত কর্মচারী অধিশাখা), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা জনাব মোঃ মজিবর রহমান গত ০৩-০২-২০২০ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদনে প্রদত্ত মতামতে উল্লেখ করেন যে, জনাব মোঃ মনির হোসেন-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ অপ্রমাণিত মতামত প্রদান করেছেন; এবং

৩। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ অপ্রমাণিত হওয়ায় এ বিভাগীয় মামলার দায় হতে তাঁকে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

৪। সেহেতু, জনাব মোঃ মনির হোসেন (পরিচিতি নম্বর-৪৮৯৯), প্রাক্তন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী বর্তমানে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগের দায় হতে একই বিধিমালার ৭(৮) বিধি মোতাবেক অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ০৫.১৮০.২৭.০২.০০.০১১.২০১৮-১৩৩—যেহেতু, জনাব এ.টি.এম মামুনুর রশীদ (পরিচিতি নম্বর-৫৩৭৭), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (উপসচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্মরত থাকাকালে যুক্তরাষ্ট্রের Eureka Super 8 MOTEL, Super 8 World Wide Inc. নামক প্রতিষ্ঠানে "Manager" পদে লিয়েনে কাজ করার জন্য আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২২ জুলাই ২০১৪ তারিখের ০৫.১৪৬.১১.০০.০০.০১৯.২০১৪-২৫৬ নং অনুমতি পত্রে ০১ আগস্ট ২০১৪ থেকে ৩১ জুলাই ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত তার অনুকূলে ৩(তিন) বছরের লিয়েন মঞ্জুর করা হয় এবং তিনি সরকারের অনুমোদিত সময়ের মধ্যে সরকারি কাজে যোগদান করবেন মর্মে ৩০০ (তিনশত) টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে নোটারী পাবলিক এর মাধ্যমে অঙ্গীকারনামা দাখিল করেন। তিনি ৩১ জুলাই ২০১৭ তারিখে তার অনুকূলে মঞ্জুরকৃত লিয়েনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পরও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২২ জুলাই ২০১৪ তারিখের ০৫.১৪৬.১১.০০.০০.০১৯.২০১৪-২৫৬ নং অনুমতি পত্রের (j) নং অনুচ্ছেদের শর্ত মোতাবেক লিয়েন মেয়াদ শেষে ৪ (চার) সপ্তাহের মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের চাকুরিতে যোগদান করেননি। তিনি লিয়েনের মেয়াদ শেষে সরকারি চাকুরিতে যোগদান না করে ২২ জুন, ২০১৭ তারিখে তার লিয়েনের মেয়াদ আরও ২(দুই) বছর বৃদ্ধির জন্য আবেদন করেন এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখের ০৫.১৪৬.১১.০০.০০.০১৯.২০১৪-৩২৮ সংখ্যক স্মারক পত্রে তার আবেদনপত্রটি বিবেচনাযোগ্য না হওয়ায় তা নামঞ্জুর করে তাকে অবিলম্বে কর্মস্থলে যোগদানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলেও তিনি চাকুরিতে যোগদান করেননি। তিনি লিয়েনের মেয়াদ শেষে সরকারি চাকুরিতে যোগদান না করায় ০১ আগস্ট, ২০১৭ তারিখ হতে অননুমোদিত অনুপস্থিতির কারণে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ০৫-১২-২০১৮ তারিখের ০৫.১৮০.২৭.০২.০০.০১১. ২০১৮-৫৭৭ নং স্মারকে তাকে কারণ দর্শানোর জন্য নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব এ.টি.এম মামুনুর রশীদ-কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন। কিন্তু তিনি ব্যক্তিগত শুনানিতে অনুপস্থিত থাকায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(৩) বিধি মোতাবেক অভিযোগ তদন্তের জন্য জনাব আ. কা. মোঃ দিনারুল ইসলাম (পরিচিতি নম্বর-৫৬০০), অতিরিক্ত সচিব, বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অধিশাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব এ. টি. এম মামুনুর রশীদ-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন। অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব এ.টি.এম মামুনুর রশীদ-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় তদন্ত প্রতিবেদন, সার্বিক বিষয় ও অভিযোগের গুরুত্ব পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(ঘ) বিধি অনুসারে "চাকুরি হতে বরখাস্ত" গুরুদণ্ড প্রদান করার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং বিধি ৭(৯) অনুযায়ী ২৪-১১-২০১৯ তারিখের ০৫-১৮০.২৭.০২.০০.০১১.২০১৮-৫৯৯ নং স্মারকে তাঁকে দ্বিতীয় বার কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তৎপ্রেক্ষিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব এ.টি.এম মামুনুর রশীদ ০১-১২-২০১৯ তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দাখিল করলে তার জবাবসহ প্রাসঙ্গিক সকল কাগজপত্র প্রেরণ করে তাকে "চাকুরি হতে বরখাস্ত" প্রদানের প্রস্তাবিত গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন জনাব এ.টি.এম মামুনুর রশীদ-কে "চাকুরি হতে বরখাস্ত" গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে;

যেহেতু, জনাব এ.টি.এম মামুনুর রশীদ-এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত এ বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "পলায়ন' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন প্রস্তাবিত দণ্ডের সাথে একমত পোষণ করায় একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ)

বিধিমতে গুরুদণ্ড হিসেবে তাঁকে পলায়নের তারিখ হতে অর্থাৎ ০১ আগস্ট, ২০১৭ তারিখ থেকে "চাকুরি হতে বরখাস্ত" গুরুদণ্ড প্রদানের বিষয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন;

সেহেতু, জনাব এ.টি.এম মামুনুর রশীদ (পরিচিতি নম্বর-৫৩৭৭), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (উপসচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত এ বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন প্রস্তাবিত দণ্ডের সাথে একমত পোষণ করায় একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধিমতে গুরুদণ্ড হিসেবে তাঁকে পলায়নের তারিখ হতে অর্থাৎ ০১ আগস্ট, ২০১৭ তারিখ থেকে "চাকুরি হতে বরখাস্ত" গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শেখ ইউসুফ হারুন
সচিব।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

উর্ধ্বতন নিয়োগ-২ শাখা

শোক বার্তা

তারিখ: ১৬ ভাদ্র ১৪২৭/৩১ আগস্ট ২০২০

নং ০৫.০০.০০০০.১৩১.০০.১৬৪.২০-৫৫০—মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের পরিচালক (যুগ্মসচিব) জনাব মোঃ ফখরুল কবির (৫৯৯০), করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এ আক্রান্ত হয়ে গত ০৯ জুন ২০২০ তারিখ রাত ১২.১০ ঘটিকায় স্কয়ার হাসপাতাল, ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ..... রাজিউন)।

২। জনাব মোঃ ফখরুল কবির (৫৯৯০), ০১ জুন ১৯৬৪ তারিখে বরিশাল জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২৫ এপ্রিল ১৯৯৪ তারিখে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদান করেন। তিনি গত ১৬ জুন ২০১৯ তারিখে সরকারের যুগ্মসচিব পদে পদোন্নতি লাভ করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সর্বশেষ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের পরিচালক (যুগ্মসচিব) হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

৩। জনাব মোঃ ফখরুল কবির (৫৯৯০) তাঁর দীর্ঘ চাকরি জীবনে অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ, দক্ষ, নিষ্ঠাবান ও সদালাপী কর্মকর্তা ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও এক কন্যাসহ আত্মীয়-স্বজন এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

৪। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জনাব মোঃ ফখরুল কবির (৫৯৯০) এর অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশসহ তার রুহের মাগফিরাত কামনা করছে এবং মরহুমের পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

শেখ ইউসুফ হারুন
সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৬ ভাদ্র ১৪২৭/৩১ আগস্ট ২০২০

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০২৮.১৭-৩৯৭—পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক আইন, ২০১৪ এর ১১ ধারার (১)(ক) উপধারার বিধান অনুযায়ী আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের প্রতিনিধি হিসেবে জনাব মাকসুরা নুর, এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব এর পরিবর্তে জনাব জাকিয়া সুলতানা, অতিরিক্ত সচিব-কে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক হিসেবে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত [তবে সর্বোচ্চ ৩(তিন) বছরের জন্য] নিয়োগ দেয়া হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জেহাদ উদ্দিন
উপসচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আইন ও বিচার বিভাগ

বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২০

নং বিচার-৭/২ এন-৫২/২০০৪(অংশ-১)-১৪২—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (ওবাইদুল্লাহ, পিতা-মোফাজ্জল হোসেন, মাতা-ওবায়দা, গ্রাম-উত্তরচওড়া বড়গাছা, ডাকঘর-ভবানন্দ হাট, উপজেলা-নীলফামারী সদর, জেলা-নীলফামারী।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নীলফামারী জেলার সদর উপজেলার ০১নং চওড়া বড়গাছা ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতিবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

বুলবুল আহমেদ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

শাখা-জামস

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২০

নং ৩২.০০.০০০০.০৩৮.০৬.১৩৯.১৯-২২২—জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯নং আইন)-এর ১১ ধারার (৩) উপ-ধারা মোতাবেক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, গোবিন্দগঞ্জ গাইবান্ধা এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থা গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা কমিটির সদস্য হিসেবে নির্দেশক্রমে মনোনীত করা হলো :

ক্র: নং	সংশ্লিষ্ট ধারা	সদস্য শ্রেণি	নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা	পদবি
১	১১(১)(খ)	সমাজসেবী	মোছা: আফরুজা বেগম, স্বামী-মৃত তোজাম্মেল হোসেন প্রধান, গ্রাম-বুজরুক বোয়ালিয়া, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।	চেয়ারম্যান
২	১১(১)(গ)	শিক্ষিকা	মোছা: রেজিনা সুলতানা, স্বামী-মো: আনারুল ইসলাম, গ্রাম-বুজরুক বোয়ালিয়া, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।	সদস্য
৩	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	অধ্যাপিকা রওনক জামান, স্বামী-ডা: মোঃ শাহজাহান সরকার, গ্রাম-প্রধানপাড়া, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।	সদস্য
৪	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	মোছা: খাদিমুন নেছা (মেরিনা), স্বামী-প্রধান আতাউর রহমান বাবুল, গ্রাম-ঘোষপাড়া, ঐক্যপাড়া, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।	সদস্য
৫	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	মোছা: মোর্শেদা বেগম, স্বামী-মো: শরিফুল ইসলাম (তাজু), গ্রাম-বুজরুক বোয়ালিয়া, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।	সদস্য

২। উপরোল্লিখিত সদস্যগণের মধ্য হতে ১নং ক্রমিকের মোছা: আফরুজা বেগম, স্বামী-মৃত তোজাম্মেল হোসেন প্রধান, গ্রাম-বুজরুক বোয়ালিয়া, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও বর্ণিত সদস্যগণ ০১-০৯-২০২০ তারিখ হতে দু'বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্ব কোনো কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে তাঁদের পদ থেকে অপসারণ করতে পারবে এবং তারাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোনো সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

নং ৩২.০০.০০০০.০৩৮.০৬.০৬০.১৮-২২৩—জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯নং আইন) এর ১০ ধারার (৩) উপধারা মোতাবেক জেলা প্রশাসক, শেরপুর-এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থা, শেরপুর জেলা কমিটির সদস্য হিসেবে নির্দেশক্রমে মনোনীত করা হলো :

চেয়ারম্যান

১. নাছরিন বেগম ফাতেমা, স্বামী-মাহবুবুর রহমান, (সুজা)।

সদস্যবৃন্দ

২. আঞ্জুমান আলম লিপি, স্বামী-আশরাফুল আলম

৩. নিলুফা পান্না মিনা, স্বামী-মো: নাজিমুল হক

৪. শামীম আরা বেগম, স্বামী-আ: হামিদ

৫. ফেরদৌসী বেগম, স্বামী-ফজলুল হক

২। উপরোল্লিখিত সদস্যগণের মধ্য হতে ১নং ক্রমিকের জনাব নাছরিন বেগম ফাতেমা, স্বামী-মাহবুবুর রহমান, (সুজা) উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও বর্ণিত সদস্যগণ ০১-০৯-২০২০ তারিখ হতে দু'বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্ব কোনো কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে তাঁদের পদ থেকে অপসারণ করতে পারবে এবং তারাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোনো সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

নং ৩২.০০.০০০০.০৩৮.০৬.১২৩.১৯-২২৪—জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯নং আইন) এর ১১ ধারার (৩) উপ-ধারা মোতাবেক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, শিবচর এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থা শিবচর উপজেলা কমিটির সদস্য হিসেবে নির্দেশক্রমে মনোনীত করা হলো :

ক্র: নং	সংশ্লিষ্ট ধারা	সদস্য শ্রেণি	নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা	পদবি
১	১১(১)(গ)	শিক্ষিকা	জনাব সোনিয়া ফেরদৌস, শিক্ষিকা, রিজিয়া বেগম মহিলা কলেজ, শিবচর পৌরসভা, শিবচর, মাদারীপুর।	চেয়ারম্যান
২	১১(১)(ঘ)	সমাজসেবী	জনাব মাহফুজা জোৎস্না, লিগাল এইড কর্মী, শিবচর পৌরসভা, শিবচর, মাদারীপুর।	সদস্য
৩	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	জনাব শিল্পী আক্তার, সমাজ সেবিকা, শিবচর পৌরসভা, শিবচর, মাদারীপুর	সদস্য
৪	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	জনাব নাসরিন আক্তার সুইটি, সমাজ সেবিকা, কুতুবপুর ইউনিয়ন, শিবচর, মাদারীপুর।	সদস্য

ক্র: নং	সংশ্লিষ্ট ধারা	সদস্য শ্রেণি	নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা	পদবি
৫	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	জনাব স্বর্ণা, রিজিয়া বেগম মহিলা কলেজে কর্মরত, কুতুবপুর, শিবচর, মাদারীপুর।	সদস্য

২। উপরোল্লিখিত সদস্যগণের মধ্য হতে ১নং ক্রমিকের জনাব সোনিয়া ফেরদৌস, শিক্ষিকা, রিজিয়া বেগম মহিলা কলেজ, শিবচর পৌরসভা, শিবচর, মাদারীপুর উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও বর্ণিত সদস্যগণ ০১-০৯-২০২০ তারিখ হতে দু'বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্ব কোনো কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে তাঁদের পদ থেকে অপসারণ করতে পারবে এবং তারাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোনো সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

দিলীপ কুমার দেবনাথ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তদন্ত ও শৃঙ্খলা শাখা
প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১১ ভাদ্র ১৪২৭/২৬ আগস্ট ২০২০

নং ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০১৩.২০-১২৮—যেহেতু, জনাব সৈয়দ গিয়াস উদ্দিন (পরিচিতি নম্বর ৬০২২৯১), উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, সড়ক উপ-বিভাগ-১, সাতক্ষীরা (বর্তমানে উপ-প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ক্রস বর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইম্প্রভমেন্ট প্রজেক্ট), গত ১৬-০৩-২০১৬ হতে ১৬-০৯-২০১৮ তারিখ পর্যন্ত সাতক্ষীরা সড়ক উপ-বিভাগ-১ এ উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (চঃদাঃ)/নিয়মিত) হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন অধিগ্রহণকৃত ভূমি অবমুক্তকরণ সংক্রান্ত রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের ০৮-০৭-২০১৮ তারিখের ০১.০০.০০০০.০১১. ৩২.০০৬.১৪-৭ নম্বর স্মারকের পত্রটি গত ৩১-০৭-২০১৮ তারিখে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ হতে প্রধান প্রকৌশলী (সওজ) এর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়;

যেহেতু, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের ঐ পত্রটি প্রধান প্রকৌশলী (সওজ) এর দপ্তর হতে গত ০৯-০৮-২০১৮ তারিখের এল,আর-৪১০ নং স্মারকের মাধ্যমে মতামত প্রদানের জন্য অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, খুলনা জোন বরাবর প্রেরণ করা হয় এবং পত্রটি অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, খুলনা জোন গত ২৭-০৮-২০১৮ তারিখে নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোহাম্মদ মনজুরুল করিম এর নিকট প্রেরণ করেন। জনাব মনজুরুল করিম পত্রটি গ্রহণ করে একই তারিখে সাতক্ষীরা সড়ক উপ-বিভাগ-১, বরাবর প্রেরণ করেন;

যেহেতু, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, সাতক্ষীরা সড়ক উপ-বিভাগ-১, জনাব সৈয়দ গিয়াস উদ্দিন (পরিচিতি নম্বর ৬০২২৯১), এর দপ্তরে গৃহীত হওয়ার পর তাঁর কর্মকালীন (১৬-০৯-২০১৮ তারিখ) পর্যন্ত এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনো কার্যক্রম গ্রহণ না করে দীর্ঘদিন ফেলে রাখেন;

যেহেতু, পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের পত্রের বিষয়টি স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্যের মাধ্যমে অবগত হয়ে সাতক্ষীরা সড়ক বিভাগ ৩০-০৭-২০১৯ তারিখে যোগদানকৃত নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ) জনাব মীর নিজাম উদ্দিন আহমেদ, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সাতক্ষীরা হতে তথ্য সংগ্রহ করেন। তথ্য প্রাপ্তির পর তিনি গত০৮-০৯-২০১৯ তারিখে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, খুলনা সড়ক সার্কেল বরাবর জবাব প্রেরণ করেন। প্রাথমিক তদন্তে প্রতীয়মান হয়েছে যে, সাতক্ষীরা সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরে গৃহীত হওয়ার পর হতে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, খুলনা সড়ক সার্কেলে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য ০১ বছর ১১ দিন সময় লাগে যা অনাকাঙ্ক্ষিত এবং কর্তব্য কাজে চরম গাফিলতি ও দায়িত্বহীনতার পরিচায়ক;

যেহেতু, রাষ্ট্রপতির কার্যালয় হতে ইস্যুকৃত গুরুত্বপূর্ণ একটি পত্র সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ও প্রধান প্রকৌশলী (সওজ) এর দপ্তর হতে প্রেরিত হওয়ার পরও উক্ত পত্র নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে তার এহেন কার্যকলাপ সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ২(খ) বিধির পরিপন্থী এবং অসদাচরণ হিসেবে গণ্য;

যেহেতু, উক্ত কার্যকলাপ একই বিধিমালার ৩(খ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নম্বর ০৩/২০২০ রুজু করা হয়;

যেহেতু, উক্তরূপ কার্যকলাপের জন্য কেন তাকে একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক "চাকরি হতে বরখাস্ত" করা হবে না বা অন্য কোনো উপযুক্ত শাস্তি দেয়া হবে না তা অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। তিনি ব্যক্তিগত শুনানীর মাধ্যমে কোনো কিছু জ্ঞাত করাতে চান কিনা অথবা বক্তব্যের সমর্থনে কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে ইচ্ছুক কিনা তাও লিখিত জবাবে উল্লেখ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি গত ১৭-০৬-২০২০ তারিখে জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানীর আগ্রহ প্রকাশ করলে গত ০৯-০৭-২০২০ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, অভিযোগনামা, অভিযোগ বিবরণী, লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানীর সময় প্রদত্ত বক্তব্য ও সংশ্লিষ্ট দলিল-দস্তাবেজ পর্যালোচনায় দেখা যায়, রাষ্ট্রপতির কার্যালয় হতে ইস্যুকৃত গুরুত্বপূর্ণ একটি পত্র যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রাপ্তির পরও উক্ত পত্র নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে চরম গাফিলতি ও দায়িত্বহীনতা রয়েছে মর্মে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে;

সেহেতু, এক্ষণে, জনাব সৈয়দ গিয়াস উদ্দিন (পরিচিতি নম্বর ৬০২২৯১), উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, সড়ক উপ-বিভাগ-১, সাতক্ষীরা (বর্তমানে উপ-প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ক্রস বর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইম্প্রভমেন্ট প্রজেক্ট)-কে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৪(২)(ক) মোতাবেক লঘু দণ্ড হিসেবে তিরস্কার (censure) দণ্ডে দণ্ডিত করা হল।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব।

শিল্প মন্ত্রণালয়
এসএমই ও বিটাক অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২০

নং **৩৬.০০.০০০০.০৭৪.২২.০৯৫.০৬.৩৫৪**—পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) ফাউন্ডেশন এর আর্টিকেলস্ অব এসোসিয়েশনের ৪১(i) বিধিমতে ড. মোঃ মাসুদুর রহমান, অধ্যাপক, মার্কেটিং বিভাগ, ব্যবসা শিক্ষা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (এ্যাপার্টমেন্ট-এ২, হাউজ নং ১৩/এ, রোড নং ৬০, গুলশান-২, ঢাকা) কে এসএমই ফাউন্ডেশন এর চেয়ারম্যান হিসেবে নির্দেশক্রমে মনোনয়ন প্রদান করা হলো।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
সহকারী সচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১২ ভাদ্র ১৪২৭/২৭ আগস্ট ২০২০

নং ২৩.০০.০০০০.০৭০.১৯.০৮৬.১৯-১১৭—বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর নিম্নবর্ণিত ২(দুই) জন কর্মকর্তাকে বিমানবাহিনী নির্দেশিকা (এএফআই) ১/৯৩ অনুযায়ী ১৯ জুন ২০১৬ তারিখ থেকে গ্রাউন্ড শাখা হতে জিডি (পি) শাখায় শাখা পরিবর্তন করা হলো :

ক্র: নং	কর্মকর্তার পদবি, নাম ও নম্বর	শাখা পরিবর্তনের তারিখ
১.	ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ফেরদৌসী শারমিন (বিডি/৯৮৫০), এডিডব্লিউসি	১৯ জুন ২০১৬
২.	ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট নাবিলা আফসানা (বিডি/৯৮৫৪), এটিসি	১৯ জুন ২০১৬

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

রাশেদা জামান
যুগ্মসচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৯ ভাদ্র ১৪২৭/২৪ আগস্ট ২০২০

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০০৪.২০২০-১৩৩—যেহেতু, গত ৩১-১২-২০১৯ খ্রিঃ রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চেকপোস্ট এলাকা দিয়ে জোরপূর্বক প্রবেশ সংক্রান্ত ঘটনায় জনাব মোঃ মশিয়ার রহমান (বিপি-৮৮১৪১৬৬২৮৪), সহকারী পুলিশ সুপার, সিলেট রেঞ্জ অফিসে সংযুক্ত (সাবেক সহকারী পুলিশ সুপার, মীরসরাই সার্কেল, চট্টগ্রাম) আপনি মদ্যপ অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার এবং ফোর্সদের সাথে অশালীন আচরণ করেন;

২। আপনার এহেন কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

৩। সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধির অধীনে "অসদাচরণ" এর অপরাধে একই বিধিমালার বিধি ১২(১) মোতাবেক জনাব মোঃ মশিয়ার রহমান (বিপি-৮৮১৪১৬৬২৮৪), সহকারী পুলিশ সুপার, সিলেট রেঞ্জ অফিসে সংযুক্ত (সাবেক সহকারী পুলিশ সুপার, মীরসরাই সার্কেল, চট্টগ্রাম)-কে চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো;

৪। বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস (বি.এস.আর) পার্ট-১ বিধি-৭১ মোতাবেক সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি খোরাকী ভাতা প্রাপ্য হবেন।

৫। জনস্বার্থে জারীকৃত আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোস্তাফা কামাল উদ্দীন
সিনিয়র সচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২২ ভাদ্র ১৪২৭/০৬ সেপ্টেম্বর ২০২০

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০০৪.২০১৮-১৪৪—যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম (বিপি-৮৪১৩১৫৯৪৩৯), সহকারী পুলিশ সুপার, ট্যুরিস্ট পুলিশ, কক্সবাজার জোন হিসেবে কর্মকালে গত ০৮-১১-২০১৫ তারিখ হতে ১৯-১১-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ডিটিএস, সিআইডি, ঢাকায় ২(দুই) সপ্তাহ মেয়াদী "Technology Based Investigation" প্রশিক্ষণ কোর্সে বিনানুমতিতে অনুপস্থিত থাকাসহ বিভিন্ন সময়ে কর্তৃপক্ষের আইন সঙ্গত আদেশ অমান্য করেছেন। সর্বশেষ গত ০৫-১১-২০১৫ তারিখ হতে ১৯-১১-২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ২ (দুই) বছরের বেশি সময় অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন;

২। যেহেতু, আপনার এরূপ কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ (Misconduct)" ও "পলায়ন (desertion)" এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

৩। সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ (Misconduct)" ও "পলায়ন (desertion)" এর উত্থাপিত অভিযোগে একই বিধিমালার বিধি ১২(১) মোতাবেক চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা সমীচীন মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় এতদ্বারা মোঃ জহিরুল ইসলাম (বিপি-৮৪১৩১৫৯৪৩৯), সহকারী পুলিশ সুপার, ট্যুরিস্ট পুলিশ, কুয়াকাটা-কে চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো;

৪। সাময়িকভাবে বরখাস্তকালে তিনি পুলিশ অধিদপ্তরে সংযুক্ত থাকবেন এবং বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস (বি.এস.আর) পার্ট-১ বিধি-৭১ মোতাবেক খোরাকী ভাতা প্রাপ্য হবেন।

৫। জনস্বার্থে জারীকৃত আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোস্তাফা কামাল উদ্দীন
সিনিয়র সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্থানীয় সরকার বিভাগ

উপজেলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১০ ভাদ্র ১৪২৭/২৫ আগস্ট ২০২০

নং **৪৬.০০.০০০০.০৪৫.২৭.০০৭.২০-৩৫২**—যেহেতু, জনাব মোঃ নাছির উদ্দিন, ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, পিতা-মৃত কবির আহম্মদ, গ্রাম-চৌধুরীছড়া, ডাকঘর-কাপ্তাই নতুন বাজার-৪৫৩৩, উপজেলা-কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি এর বিরুদ্ধে সংরক্ষিত সরকারি বন হতে গাছ কাটার অভিযোগে পার্বত্য জেলা বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত নং-২ এর মামলা নং-বন-০৭/১৮ (দঃ) ধারা: ১৯২৭ সনের বন আইন (২০০০ সনে সংশোধিত) এর ২৬(১ ক-খ, ও ঘ) ধারার অপরাধে গত ২৮-০১-২০২০ তারিখের আদেশে ৩০,০০,০০০.০০ (ত্রিশ লক্ষ) টাকা ক্ষতিপূরণ, ৩ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৩০,০০,০০০.০০ (ত্রিশ লক্ষ) টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ৯(নয়) মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়; এবং

যেহেতু, চুরি মামলার দণ্ডপ্রাপ্ত একজন আসামি উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান পদে আসীন থাকলে পরিষদের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও আস্থা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যা পরিষদ বা রাষ্ট্রের স্বার্থের হানিকর তথা জনস্বার্থের পরিপন্থী;

সেহেতু, সরকার জনস্বার্থে তাকে তার স্বীয় পদ হতে সাময়িক বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

এমতাবস্থায়, উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ [উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১] এর ১৩খ(১) ধারা অনুসারে রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাছির উদ্দিন-কে কাপ্তাই উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান পদ হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম
উপসচিব।

পাস-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৬ ভাদ্র ১৪২৭/৩১ আগস্ট ২০২০

নং ৪৬.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০১৮.২০-১৭৮৬—জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম মিয়া, প্রকল্প পরিচালক, ৩২টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণের দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় উক্ত বিধিমালার বিধি ১২(১) অনুযায়ী তাঁকে চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো। সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে তিনি বিধি মোতাবেক খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

হেলালুদ্দীন আহমেদ
সিনিয়র সচিব।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
আইন অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১২ আশ্বিন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

নং **৩৩.০২.০০০০.১৪৭.০৮.০৪২.১৭(অংশ-১)-৩৬০**—'জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান নির্দেশিকা (Guidelines), ২০১৯' অধিকতর কার্যকারিতার উদ্দেশ্যে উহার কতিপয় অনুচ্ছেদের নিম্নরূপ সংশোধনী নির্দেশক্রমে এতদ্বারা জারি করা হলো—

(ক) প্রথম অনুচ্ছেদের ১০ নং লাইনে 'রাজস্ব বাজেটে' এর পরে '৪৮১৮ নিবন্ধন ফি' শব্দসমূহ 'Registration fee, নিবন্ধন ফি' দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে।

(খ) উপ-অনুচ্ছেদ ৩.২ তে প্রথম লাইনে 'সরকারি মালিকানাধীন প্রাকৃতিক' শব্দসমূহ অবলুপ্ত হবে এবং দ্বিতীয় লাইনে 'হ্রদ' এর পরে 'খাল, বিল, পুকুর' শব্দসমূহ সংযোজিত হবে।

(গ) উপ-অনুচ্ছেদ ৩.৫ তে প্রথম লাইনে 'অনুচ্ছেদ ৮', 'অনুচ্ছেদ ৯' দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে।

(ঘ) উপ-অনুচ্ছেদ ৩.৭ তে প্রথম লাইনে 'অনুচ্ছেদ ৮(১)', 'অনুচ্ছেদ ১১' দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে।

(ঙ) অনুচ্ছেদ ৫.০ তে 'বাংলাদেশের' পরে 'প্রাকৃতিক' শব্দ অবলুপ্ত হবে।

(চ) ৬.৪ উপ-অনুচ্ছেদে 'এবং' এর পরে 'উপজেলা কমিটির' শব্দসমূহ 'জেলে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের' শব্দাবলি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে এবং শেষের লাইনে 'জেলে মৎস্য কর্মকর্তার' শব্দসমূহ 'সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা' দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে।

(ছ) অনুচ্ছেদ ৬ এর পরে নিম্নরূপ ৬ক অনুচ্ছেদ সংযুক্ত হইবে।

'৬ক. জেলেদের পরিচয়পত্র হালনাগাদ ও নিবন্ধন বাতিল ইত্যাদি :

৬ক.১ কোন জেলে পেশা পরিবর্তন বা অন্য কোন যৌক্তিক কারণে কার্ডধারী জেলেদের ডাটাবেজ হইতে নিজ নাম বাতিলের জন্য স্ব-উদ্যোগে জেলে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের নিকট পরিচয়পত্রসহ আবেদন দাখিল করিলে বা কোন ব্যক্তির অভিযোগের প্রেক্ষিতে তদন্তক্রমে বা সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য অফিসার এর নিকট যৌক্তিক কারণে এই নির্দেশিকার ৬.২ অনুচ্ছেদ অনুসারে জেলে হিসাবে গণ্য হইবার অযোগ্য হইলে তিনি জেলে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের নিকট এই বিষয়ে প্রতিবেদন পেশ করিবেন এবং জেলে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ উক্ত জেলের নিবন্ধন বাতিল করিবার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে;

৬ক.২ গৃহীত সিদ্ধান্তসহ সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য অফিসার সংশ্লিষ্ট জেলা মৎস্য অফিসারকে অবহিত করিয়া মহাপরিচালককে বর্ণিত জেলের নিবন্ধন বাতিল করিবার জন্য অনুরোধ করিবেন এবং মহাপরিচালক নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র বাতিল ঘোষণা করিয়া বিজ্ঞপ্তি জারি করিবেন ও ডাটাবেজ হালনাগাদ করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;

৬ক.৩ সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য অফিসার বাতিলকৃত পরিচয়পত্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট হইতে উদ্ধার বা জব্দের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা জব্দকৃত পরিচয়পত্র ধ্বংস করিবেন ও রেজিস্টারে/ আবেদনপত্রে বাতিল লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন; এবং

৬ক.৪ বাতিলকৃত পরিচয়পত্রধারী এই নির্দেশমালার অধীন জেলে হিসাবে গণ্য হইবেন না ও জেলেদের জন্য প্রদেয় কোন সরকারি প্রণোদনা বা সহায়তা প্রাপ্তির জন্য যোগ্য হইবেন না।'

(জ) উপ-অনুচ্ছেদ ৭.৩ তে এবং ৭.৪ তে 'উপজেলা পর্যায়ে জেলে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান কমিটি' শব্দসমূহ 'জেলে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ' শব্দাবলি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে, ৭(৪) বাক্য শেষে 'এবং' শব্দ বাদ যাবে এবং উপ-অনুচ্ছেদ ৭.৫ এর বাক্যের পরে দাঁড়ি (।) অবলুপ্ত হয়ে সেমিকোলন (;) হবে ও সেমিকোলনের পরে 'এবং' শব্দ সংযোজিত হবে এবং পরে নিম্নরূপ নূতন ৭.৬ উপ-অনুচ্ছেদ সংযুক্ত হবে।

'৭.৬ জেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণ সার্বিকভাবে জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করিবেন'।

(ঝ) অনুচ্ছেদ ৮.১ নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত হবে—

৮.১ নিবন্ধিত ও পরিচয়পত্রধারীদের উপাত্তমূল (Database)-এ জেলে নয় এমন কেউ নিবন্ধিত হলে তাহার নাম বা মৃত জেলেদের নাম বাদ ও নূতন জেলেদের নাম অনলাইন উপাত্তমূল (Online database)-এ অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং প্রতিবৎসর যে কোন সময় জেলা মৎস্য কর্মকর্তার অনুমোদনক্রমে উপজেলা মৎস্য অফিস উপাত্তমূল হালনাগাদের কার্য করিবে;

(ঞ) অনুচ্ছেদ ১০.০ তে '(ঙ)' এর পরে নিম্নরূপ '(চ)' উপ-অনুচ্ছেদ হবে।

'(চ) তথ্য সংগ্রহকারী মনোনয়ন প্রদান'।

(ট) অনুচ্ছেদ ১১.০ আবেদন ফর্মে ছকে 'জেলে নিবন্ধন ফর্ম' এর নিচের সারিতে 'ফর্ম নং-' এবং '(লিখে পূরণ করুন বা টিক চিহ্ন দিন)' শব্দসমূহ সংযোজিত হবে এবং ২১ নং ক্রমিকে 'ভূমি' শব্দের পূর্বে 'প্লাবন' শব্দ বসবে এবং ফর্মের শেষে 'তথ্য প্রদানকারীর' শব্দ 'আবেদনকারীর' দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে এবং ফর্মে 'নৌযানের আকার' এর পূর্বে ক্রমিক নং '৩০।' বসবে এবং পরবর্তী ক্রমিক নং সমূহ সে অনুসারে ক্রমধারায় পরিবর্তীত হবে।

(ঠ) অনুচ্ছেদ ১২.০ তে জেলে পরিচয়পত্র ফর্ম এ 'Propetry' শব্দটি 'Property' দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে।

(ড) অনুচ্ছেদ ১৩.৪ এর পরে 'এবং' বাদ যাবে এবং অনুচ্ছেদ ১৩.৫ এর পরে দাঁড়ি (।) অবলুপ্ত হয়ে সেমিকোলন (;) হবে ও সেমিকোলনের পরে 'এবং' শব্দ সংযোজিত হবে ও নিম্নরূপ উপ-অনুচ্ছেদসমূহ সংযুক্ত হবে—

'১৩.৬ এই নির্দেশিকায় যাহা কিছুই যাহা কিছু থাকুক না কেন, সরকার জনস্বার্থে কারণ দর্শানো ছাড়াই যে কোন জেলের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র বাতিল করিতে পারিবে;

১৩.৭ এই নির্দেশিকার পরিবর্তন, পরিমার্জন অথবা সংশোধনের যে-কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার সরকার সংরক্ষণ করিবে এবং অনুরূপ সিদ্ধান্ত গেজেট প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করিতে পারিবে;

১৩.৮ এইরূপ জারীকৃত প্রজ্ঞাপনের উল্লিখিত সিদ্ধান্ত নির্দেশিকার অংশ হিসাবে গণ্য হইবে। এই উপ-অনুচ্ছেদের সংশোধনী অন্তর্ভুক্তের পূর্বে সরকার কোন সংশোধন আনয়ন করিলে তাহা এই উপ-অনুচ্ছেদের অধীন আনয়ন করা হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে; এবং

১৩.৯ এই নির্দেশিকার কোন বিষয় অস্পষ্ট থাকিলে তাহা সরকার প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে স্পষ্টীকরণ করিতে পারিবে এবং সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।'

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

মোঃ হামিদুর রহমান
যুগ্মসচিব।